মূচ্ছ্র্না

"চিন্তামণি", "দেশের কাজ" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

সত্যব্রত লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

১৯৩৩।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

উৎসর্গ পত্র

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মহাশয়ের নামে

এই গ্রন্থ

উৎসৃষ্ট হইল।

ভূমিকা

জাগতিক ব্যাপার যাহা মনোরাজ্যে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে, তাহা নিত্য স্বতঃসিদ্ধ ভাবের সহিত অলক্ষিতে এক অলৌকিক বৈদ্যুতিক শক্তির সংমিশ্রণে, মানবের মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে আঘাতপ্রাপ্ত হইবামাত্রই, উত্তেজিত ধমনীর প্রতি-স্পন্দনে মানুষ কি জানি কেমন হইয়া যায়। সে সংসার-ভারাক্রান্ত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, ভাগ্যচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে, বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রিত শক্তিপুঞ্জের মধ্যে, তাহার জীবনের বাস্তব ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিয়াও এক অভূতপূর্ব্ব অমৃতনিস্যন্দিনী রস লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। এই রসই "আনন্দ" নামে অভিহিত। আনন্দলাভের জন্যই সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হইয়াছি। লাভ হইবে কি না তাহা জানি না; তবে এই মাত্র জানি, কবি-যশাকাঙ্ক্ষী হইয়া মাতৃচরণ স্পর্শ করি নাই। মাতৃচরণ স্পর্শ করিয়াছি সংসারের নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণার মধ্য হইতে শান্তি স্বচ্ছ প্রবাহিনী মাতৃপাদোদকপানে জ্বালা জুড়াইতে। মাতৃচরণ স্পর্শ করিয়াছি কলুষিত হৃদয়ের কুটিল ভাব হইতে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব সংস্পৃষ্ট আনন্দময়ীর স্নেহ-বিগলিত মাতৃনাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে। জানি না, ভাষার

মধ্যে যদি কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, যদি কোনও স্থলে ছন্দের কিম্বা ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। সহৃদয় পাঠক ও সুযোগ্য সমালোচক মহাশয় নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। অলমেতি বিস্তারেণ।

২৩০।২ অপার চিৎপুর রোড্ } বিনীত—
বাগ্‌বাজার কলিকাতা। }

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
কবির উদ্দেশে	...	১	পূর্ণকাম	...	২৬
তুমি মা আপনি জাগো		২	অস্থিরে স্থির	...	২৭
নাই কোথা	...	৪	ভালবাসা	...	২৮
মৃত্যুর প্রতি	...	৫	পূর্ণ	...	২৯
আহ্বান	...	৬	মায়ের রূপ	...	৩০
দেবতা আমার	...	৭	ভারতের নারী	...	৩১
কাঁদা হাসা	...	৮	স্ব-ভাবের শোভা	...	৩৪
স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি		৯	মরি কিবা সুন্দর	..	৩৫
নিয়তির প্রতি	...	১০	আঁখি ও রূপ	...	৩৬
মধুরে গম্ভীর	...	১১	দূরে	...	৩৭
অপূর্ব্ব	...	১২	সুন্দর	...	৩৮
সুখ কোথায়		১৪	প্রেমিক	...	৩৯
সম্ভোগ	...	১৭	যাত্রা	...	৪০
ধারা	...	১৯	মরণের যাত্রা	...	৪২
মায়া	...	২০	উদ্বোধন	...	৪৩
প্রেম	...	২১	মহাত্মার প্রতি	...	৪৭
ভিখারীর ধন	...	২২	তিরোধান	...	৪৮
মা ও আমি	...	২৪	বিদায় গীতি	...	৫০

বিষয়		পৃষ্ঠা
স্মৃতি তর্পণ	...	৫১
বিপিনকৃষ্ণ রায়ের প্রতি		৫২
জন্মভূমি	...	৫৩
পৌরুষ	...	৫৩
প্রেম	...	৫৪
নিত্য ও অনিত্য	...	৫৪
উদাসীন	...	৫৫
দুঃখী	...	৫৫
পূজা	...	৫৫
লেজুড়	...	৫৬
শ্রীমতী সমাজ	...	৫৭
ভিক্ষু	...	৫৮
ক্যাব্‌লারাম	...	৬০
মজার চোর	...	৬৩
ঠাকুরদাদা ও নাতনী		৬৬
একজাত	...	৬৯
ফ্যান্সি	...	৭১

তরুণ বয়সে

১৯৫৭

মূর্চ্ছনা

কবির উদ্দেশে।

কোন্ মরকত কুঞ্জে নীরবে একাকী
মগ্ন হয়ে কার ধ্যানে নগ্ন উদাসীন,
হে যোগী! হে কবি! তব মানস-কুঞ্জেতে
ফুটেছিল কোন্ ফুল অচ্যুত সৌরভে!
বিশাল গভীর প্রেমে বিশ্ব জগতেরে
টানিয়া আপন বক্ষে প্রথমেতে ধীরে;
বলেছিলে কোন্ এক অঘোষিত বাণী।
তরঙ্গিত বায়ুস্তরে প্রতিধ্বনি সেই—
ধীরে ধীরে নেমে এসে নভঃপ্রান্ত হতে
উঠেছিল বেজে কি গো ষড়জ ঝঙ্কার?
যেন দূর অতীতের অচ্ছেদ বন্ধনে—
লয়ে বিশ্ব পরমাণু বিরাট আত্মায়
করিল গো আবাহন বিশ্ব দেবতার,
হে কবি! তোমারে আগে করি নমস্কার।

—:*:—

তুমি মা আপনি জাগো !

কি দিয়ে সাজাব মাগো !
কি দিব তোমায়,
নাহিক রতনমণি
উজ্জ্বল শোভায়।
হৃদয়ে নাহিক ভক্তি
অরুণ কিরণ রাশি,
কি দিয়ে ফোটাব মাগো !
তোমার মধুর হাসি ?
ছিল তোর পুত্র যারা,
শুধু মা তোমারি ধ্যানে
পেয়েছিল মহারত্ন
খুঁজে খুঁজে তত্ত্বজ্ঞানে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
জলাঞ্জলি দিয়ে আশা
জাগাইল তোরে মাগো
নিয়ে ভক্ত ভালবাসা।
"প্রসাদ" সাজালে তোরে
ফুল দিয়ে পা দু'খানি
সাজাইল "চণ্ডীদাস"
সোণার মুকুট আনি'।

মূর্চ্ছনা

বিনিন্দিত সুরবীণা
ল'য়ে ষড় দরশন,
সাজাইল, "রামকৃষ্ণ"
করে দীন আকিঞ্চন।
বাজিল কি শঙ্খভেরী
উদ্বোধিত প্রাণ মন,
করিল কি মন্ত্রপূত
"শঙ্করের" আবাহন ?
আহ্লাদিনী শক্তি আদি
পূর্ণরূপে স্বপ্রকাশ,
প্রণমিল "শ্রীচৈতন্য"
চরণের হয়ে দাস।
জাগিল অনন্ত ভাব
জগতের প্রতি স্তরে,
বিশ্ব উঠে পদপ্রান্তে
দাঁড়াইল জোড় করে।
তোমাতে মিশিল সব
তখনি জাগিলে মাগো !
নাহিক আমার কিছু,
তুমি মা আপনি জাগো !

যাই কোথা ?

চলেছে জীবন-তরি অবিরাম স্রোতে
নাহি জানি শেষ কোথা, কোথা লয়ে যায়
আসিতেছে ঝঞ্ঝাবাত মহাসিন্ধু হোতে
উত্তাল তরঙ্গ ক্ষুব্ধ গর্জ্জিতেছে হায় !
কোথা যাই পথ নাই, কেমন নিয়তি
ঘুরে ঘুরে মরি শুধু আবর্ত্ত সঙ্কুল ;
মুহুর্মুহুঃ আসে ধেয়ে তীব্র বেগে অতি
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া নাহি পাই কূল !
মনে হয় ডুবে যাই তরঙ্গের মুখে
শোক তাপ নাহি যথা, নাহি মায়া ছল,
নাহি খেলা নিয়তির কুটিল কৌতুকে
প্রতিহত জীবনের নিয়ে ভাগ্য ফল !
কিন্তু হায় ! নাহি পারি ত্যজিতে কাহারে
কে যেন সম্মুখে ধরে বিশ্বের দর্পণ ;
স্নেহমাখা ছবিগুলি দেখি বারে বারে,
আর নাহি পারি যেতে, ঝরে দুনয়ন।

মৃত্যুর প্রতি :

তিলেক বিরাম নাই মুহূর্ত্তের তরে
পশ্চাতে পশ্চাতে তুমি আসিতেছ ছুটে,
লুকাইয়া মূর্ত্তিখানি জগতের মাঝে
আছ কিগো প্রতীক্ষায় ধ্রুব লক্ষ্য করি' ?
জীবনের সেই দিন, যবে মেঘাবৃত
কর্ম্মক্লান্ত জগতের অস্তমিত রবি।
পুঞ্জীভূত তামসীর নিবিড় কালিমা,
আবরিয়া দশ দিক্ ধীরে ধীরে নামি—
টানি ল'বে নিজ অঙ্কে জীবন সন্ধ্যায়।
নাহি যবে পা'ব তোরে ধরণীর কোলে,
হেরিতে সে মূর্ত্তি তোর কালরূপা কালী
লয়ে নিত্য হৃদয়ের সঙ্ঘাত বিপুল।
ধরা দিব সেই দিন সিদ্ধ সাধনায়
তোর রূপ, তোর ধ্যান, সমাধির প্রায়।

আহ্বান ঃ

এস ! এস ! তুমি শ্মশান রঙ্গিনী !
অস্থিপুঞ্জ শোভিতা মহাকাল সঙ্গিনী,
এস' রক্ত অধরে আয়ুধ করে
এস করালিনী !
অট্ট অট্ট হাস স্তব্ধ কম্পিত আকাশ
বাজে চরণ কিঙ্কিনী ;
উদ্দাম বিলাস তব শবোপরি নৃত্য তাণ্ডব
পাশব আহব বিলাসিনী
এস হৃদয়-আসনে জাগ্রত সাধনে
নাচ ত্র্যম্বক নিপীড়িনি !

দেবতা আমার ।

(১)

কঠোর করকাঘাত, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রপাত,
ছুটিতেছে দিনরাত, যেন মহা-ঝঞ্ঝাবাত,
সংসারের হাহাকার, প্রাণে ছবি জাগে যা'র,
প্রতি রন্ধ্রে জাগে মর্ম্মে সাধ অনিবার।
যেখানেতে কাঁদা হাসা, যাতনাকে ভালবাসা;
সেই ত দেবতা হয়ে রয়েছে আমার,
মাথা পেতে পদধূলি লই আমি তা'র।

(২)

কাল যেথা স্মৃতি রাখে, যতনে যে দেখে থাকে,
ছোটে তপ্তশ্বাস তায়, ধূ ধূ করে জ্বলে যায়,
ফেলে দিয়ে কোল থেকে, কালের কোলেতে রেখে,
হাসি মুখে দেখে শুধু প্রেমের সংসার।
জনম মরণ থেকে, আছে ভস্ম গায়ে মেখে;
দেবতা আমার সে যে চির সাধনার,
মাথা পেতে পদধূলি লই আমি তার।

কাঁদা হাসা ঃ

শুধু যায় আর আসে।
আসে, থাকে কিছুকাল, ফেরে তার পাছে কাল,
নিয়ে আছে তারে নিজ হৃদি-বাসে।
সেও বাসে তাই, খেলিতে সদাই,
রূপ হয়ে ছাই—যায় মিশে আকাশে।
শুধু সেই থাকে, আর পাবে কা'কে,
স্মৃতি নিয়ে সব কাঁদে হাসে!

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি :

অদম্য উদ্যম লয়ে হে সাধক বীর !
কর্ম্মক্লান্ত জীবনের কঠোর সাধনে,
উঠেছিল জেগে কি গো আত্মার সম্মান ?
লভিতে অক্ষয় পদ চির বাঞ্ছিতের !
এঁকেছিলে মূর্ত্তিখানি কোন্ খানে বসি'
কোন্ মহাশূন্যো'পরে সাধের আসন
পেতেছিলে অনন্তের আদি যুগ হতে ;
উদ্দীপিত শক্তি সেথা মন্ত্র সিদ্ধ বাণী
করিলে কি উচ্চারিত গভীর নির্ঘোষে ?
তুচ্ছ ভাবি' সংসারের পদ-মর্য্যাদায়
স্বেচ্ছায় পাতিয়া বুক বিশ্বের সম্মুখে ;
পরাভূত করি নিত্য নিয়তির খেলা
অব্যক্ত আনন্দে এক চিণ্ময় আত্মার,
পূর্ণ অভিব্যক্তি সেথা' সন্ন্যাসী তোমার ।

নিয়তির প্রতি।

বিধাতার বিধিলিপি অপূর্ব্ব কৌশলে
হইয়াছে করগত হে নিয়তি তোর !
কটাক্ষ ইঙ্গিতে দেব ইন্দ্রত্ব হারা'য়ে
সুরাসুরে দ্বন্দ্ব যবে তুমুল সংগ্রাম !
লভিতে বিজয়-লক্ষ্মী উঠেছিল জেগে
বিশ্বের সকল শক্তি বিপুল বিক্রমে,
সে কি মূর্ত্তি হেরি তোর চামুণ্ডারূপিণী
বিধাতা কাঁপিল ত্রাসে বিস্ময়ে শিহরি' !
মূর্চ্ছাগত সেই দণ্ডে, যেন মহাকাল
অনন্ত শয়নে লভি পদাম্বুজ তোর,
ধারণ করিল বক্ষে মহেশ্বরী জ্ঞানে।
দেখিল কি চিত্তমাঝে লুকাইয়া রাখি,
সেকি তোর নয়নের আবরিত হাসি ?
অথবা দাঁড়া'য়ে সেথা আছ সর্ব্বনাশী।

মধুরে গম্ভীর ।

অনিন্দ্য যৌবন-কলা কুসুম স্তবক,
থরে থরে সুসজ্জিত ফুটন্ত মাধুরী,
ভুবনমোহিনী নারী করিয়াছে চুরি
চেয়ে আঁখি তার পানে নড়েনা পলক ।
আঁখিতে রূপেতে মিশে হইয়াছে স্থির,
হইয়াছে শান্ত যেন মূর্ত্তি সমাধির ।

অপূর্ব্ব ॥

(১)

অপূর্ব্ব ভবের দৃশ্য প্রেমের সন্ধানে।
পুত্র ডাকে মা মা বোলে জননী লইল কোলে
আদরে রাখিল ফেলে লুকাইয়া প্রাণে ;
ক্ষীরোদ-মন্থিত স্তন, আনন্দ সে অতুলন,
উথলি উঠিল স্নেহে জননী সন্তানে।
জননী চাহিল দিতে পুত্র যায় কেড়ে নিতে
অপূর্ব্ব ভবের দৃশ্য প্রেমের সন্ধানে।

(২)

অপূর্ব্ব ভবের দৃশ্য প্রেমের সন্ধানে।
চরণে লুটায়ে পড়ে বিশ্ব যেন যায় ধ'রে
অজানিত পথে এক দেবতার স্থানে,
অপূর্ব্ব ভবের দৃশ্য প্রেমের সন্ধানে।

(৩)

অপূর্ব্ব ভবের দৃশ্য প্রেমের সন্ধানে
জগৎ চাহিয়াছিল অমনি সে দাঁড়াইল
নয়নের কাছে আসি অতি সাবধানে,
গেল কি বাজায়ে বাঁশী কাণের নিকটে আসি
বাজিল কি সপ্তসুরে হৃদি-মাঝখানে।
মোহন মধুর ছবি, ভাবুক দেখিল কবি,
গোপনে দেখিল ভক্ত চরণের পানে,
অপূর্ব্ব ভবের দৃশ্য প্রেমের সন্ধানে।

সুখ কোথায় ?

(১)

কে বলেরে এ সংসার সুখের আকর !
যে দিকে চাহিয়া থাকি,
ভেসে শুধু যায় আঁখি,
আর্ত্তনাদ হাহাকারে জগৎ কাতর !

(২)

ওই দেখ সংসারের দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
হারায়ে অঞ্চল নিধি,
"দাও-গো ফিরায়ে বিধি,"
কাঁদিতেছে উন্মাদিনী মর্ম্মভেদী স্বর ।

(৩)

দারিদ্র্য-পীড়িত কেহ তৃণশয্যাপরি —
অন্নাভাবে অনশনে,
জায়াপুত্র পরিজনে,
সহিতেছে ব্যথা শুধু দিবস শর্ব্বরী ।

(৪)

কোথা বা সাজান ঘর হয়েছে শ্মশান
রঙ্গ ভঙ্গ থেমে গেছে,
অভিনয় ফুরায়েছে,
একে একে সবে হায় করেছে প্রয়াণ !

(৫)

প্রেমের ছলনে ঘুরি' প্রেমিক পাগল।
দিয়ে আশে জলাঞ্জলি,
সেথায় গিয়াছে চলি'
নাহি যথা সংসারের কোন কোলাহল !

(৬)

হারাইয়া ভাগ্য যশ উন্মাদের প্রায়।
কেহ বা গহন বনে,
যেন কার অন্বেষণে,
সাজিয়া সন্ন্যাসী কেহ প্রাণের জ্বালায়।

(৭)

প্রস্ফুট কুসুম কোথা ছিন্ন স্বর্ণলতা !
অশ্রুসিক্ত ভূমিতলে,
পদ্ম যেন ভাসে জলে,
ল'য়ে বক্ষে প্রণয়ের আরাধ্য দেবতা।

(৮)

না জাগিতে ভালবাসা কে জানে কখন্।
মেঘ এসে চাঁদ ঢেকে,
বারি বজ্র আনে ডেকে,
চাঁদ ফুল ভুলে যায় কার কে আপন।

(৯)

সুখ আশা মিছে ভবে, খুঁজি কোথা' আর?
নাহি হেথা' মেটে আশা,
মিছে শুধু ভালবাসা,
আছে কি তোমাতে সুখ নিষ্ঠুর সংসার?

(১০)

তোমাতেই আছে সুখ যদি ভাগ্য ফলে।
হেরি কৃপা-কণা তাঁর,
প্রতি কার্য্যে অনিবার,
যাঁহার ইঙ্গিতে সুখে কোটি বিশ্ব চলে।

সম্ভোগ :

(১)

আঁখি শুধু তারে চায় দেখিতে পাগল—
হৃদয়ে দিয়াছি স্থান,
পাছে শূন্য হয় প্রাণ,
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, জীবন সম্বল !

(২)

প্রতিদৃষ্টি মাঝে তার কি দেখিতে পাই—
কি লাবণ্য মধুরতা,
অন্তরে সরল প্রথা;
আমি যে দেখিতে বড় ভালবাসি তাই।

(৩)

ভালবাসি তারে আমি তাই প্রাণ চায়।
জেগে ওঠে কি আনন্দ,
জাগে ভাষা জাগে ছন্দ,
নয়নের কাছে এসে যখন দাঁড়ায়।

(৪)

ধ্যানে ডুবে যায় যোগী জাগ্রত ধরায় !
প্রেমিক পাগল কবি,
অভিনব দেখে ছবি,
প্রহেলিকা জগতের ভেঙ্গে চূরে যায় ;

(৫)

হেরি বিশ্বে রূপ তার প্রতি লহমায় ।
ফুটে হৃদি-পদ্মাসনে,
জীবনের প্রতিক্ষণে,
সে আমারে ল'য়ে যায় কে জানে কোথায় !

প্রার্থনা :

নীরবে বসিয়া বালা যমুনার তীরে
রূপের তরঙ্গ ল'য়ে খেলিতেছে একা,
পড়িয়াছে ছায়া তার শ্যাম স্বচ্ছ নীরে
বিকশিত কিশলয় প্রতি অঙ্গ রেখা।
হাসে, কাঁদে, গায় সে যে আপনার মনে,
রেখে ছুটি হাত নিজ দেবতার পায়,
কোন্ এক দূরদেশে অজ্ঞাত স্বপনে
জীবনের সাধ যত ভেসে যেন যায়।
যায় শেষে বয়ে যায় অনন্তের কূলে
অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের ল'য়ে গুরু ভার,
আরোপিত দেবতার পদপ্রান্তমূলে
হয়ে যায় শত ধারা, শত পারাবার !

আস্থা ঃ

মানস-প্রতিমা খানি
নয়নের কাছে আনি
ভুবনমোহিনী যেন সম্মুখে দাঁড়ায়,
অনাদি অনন্তকাল
গগনে সে পেতে জাল
অপরূপ রূপে এক মূরতি জাগায়।

প্রেম

আঁধারে বিশ্ব প্লাবিত যখন,
গ্রহ তারা শশী ছিলনা তপন,
মদিরা-মত্ত নাচিল প্রাণ করিল বিশ্ব-রচনা।
গগনের কোলে মুক্ত বাতায়ন, সে দিন রূপ দেখিল নয়ন,
প্রণয়ের সেই প্রথম মিলন, সে দিন হইল দেখা দু'জনা।
ভুবনে ভুবনে মাধুরী গ'লে, উথলি বিশ্ব পড়িল ঢ'লে,
জাগিয়া উঠিল অনন্ত নিখিলে, গভীর পুলক চেতনা।
হৃদয়ে জাগিল মূরতি মধুর, শ্রবণে বাজিল বাঁশরীর সুর,
মরমে বাজিল চরণ নূপুর, নিয়ে গেল চির বেদনা।
নিয়ে গেল সব, হাসি টুকু রেখে, চরণের তলে নিয়ে গেল ডেকে,
আমি দেখিতে দেখিতে ফেলেছি গো দেখে, সে যে জগতে
মোর সাধনা।

ভিখারীর প্রশ্ন।

গিয়া প্রতি দ্বারে ডাকিয়া সবারে
দেখানু হৃদয় খানি,
হাসিয়া সকলে বিদ্রূপের ছলে
কহিল কঠোর বাণী।
কহিল সরোষে— "তুই কর্ম্মদোষে
জগতের চির গ্লানি,
হয়ে অর্থহীন সম্পদ বিহীন
কলঙ্কিত অনুমানি।
দেব-অভিশাপে দহিতেছ তাপে
নয়নে ঝরিছে বারি,
নাহি তোর ঘর, করে না আদর,
প্রীতির সম্ভাষে নারী।
কুসুম কঠোর ভাগ্যগুণে তোর
সলিলে অনল রাশি,
শশী-কর-জালে নাচে রুদ্র তালে
করালী বিজলী হাসি।
তোর হৃদয়ের মাঝে ওই শোন্ বাজে
জীমূত গর্জ্জন রোল,
ওঠে হাহাকার বল দেখি কার
ক্ষুভিত রসনা লোল্?

মূরতি কঙ্কাল রুক্ষ কেশ-জাল
ছিন্নবাস পরিধান,
মর্ম্ম-যাতনায় উদর জ্বালায়
করিছে শোণিত পান।
(তোর) জায়া পুত্র প্রতি দেখরে দুর্গতি
পলে পলে মৃত্যু-ত্রাস,
নাহি সরে কথা অসহ্য সে ব্যথা
নিয়তির পরিহাস।
ল'য়ে গুরু-ভার আশ্রম সংসার
জনক-জননী তোর,
জনক মূর্চ্ছিত জননী লুণ্ঠিত
নয়নে ঝরিছে লোর।
লভিয়া জনম তুই নরাধম
নাহি দয়া কমলার,
যে দেখিবে মুখ বাড়িবে অসুখ
উপজীবে দুঃখ তার"।
করি তিরস্কার সকলে আবার
হাসিল বিদ্রূপ হাসি,
নয়নের জল আছিল সম্বল
অলক্ষ্যে পড়িল আসি !
হৃদয়ে তখনি হ'ল প্রতিধ্বনি
কে যেন অন্তরে বলে,
আয়রে আতুর কাঙাল ঠাকুর
রেখেছে চরণ তলে।

মা ও আমি ঃ

অভাব যত নিয়ে আমার
আপন প্রাণে ঢেলে দিয়ে,
ব্যথার ব্যথী আর কে এমন
মায়ের মত দয়া নিয়ে !
ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে কেবল গো তাই
মায়ের কোলে আসি,
মা ছাড়া মোর কোথা বা স্থান
আমি মাকেই ভালবাসি ।
মা আছে তাই আছে জগৎ
বিশ্ব জুড়ে প্রাণ,
প্রাণে প্রাণে বইছে ধীরে
মধুর কেমন টান ।
মধুর স্নেহে ভরে গেছে
জগৎটা এই সারা,
যেন—কে কা'র মাঝে হারিয়ে গেছে
হয়ে আত্মহারা ।
তরুর কোলে লতা রাজে
চাঁদের পাশে তারা ;

মূর্চ্ছনা

গিরির পাশে নির্ঝরিণী
মেঘের গায়ে ধারা।
আকাশ পানে তাকিয়ে বা কেউ
ফুলের পানে চেয়ে,
কেউ আপন মনে উদাস প্রাণে
যাচ্চে মধুর গেয়ে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে
কোথায় আছে কে,
মায়ের মত ভাল এত
বাস্‌তে পেরেছে ?
কালের মুখে যাচ্চি চলে
মা যে কেড়ে নিচ্চে কোলে,
হেসে খেলে ঘুমিয়ে পড়ি
জাগি আবার মা মা বোলে।

পূর্ণকাম।

(১)

মদনের প্রতিমূর্ত্তি রতির ছায়ায়,
রতি তারে আলিঙ্গনে কেবল জাগায়।
অঙ্গেতে মিশিয়া অঙ্গ,
অনঙ্গের একি রঙ্গ,
ভ্রূভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাব ত্রিভঙ্গিম তায়।

(২)

মদনমোহন ঠাম রাধা আর শ্যাম,
মহাভাব প্রকৃতির মিশে অবিরাম।
আহ্লাদিনী রাধা অতি,
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পরিণতি ;
সেইখানে জগতের পূর্ণ মনস্কাম।

অস্থিরের স্থির

সৌভাগ্য কুসুম যবে ছিল প্রস্ফুটিত
জুটিত মধুপ কত ক্ষৌদ্র লালসায়,
করিত গুঞ্জন তারা নিত্য মোর পাশে,
জানাইত স্নেহ কত অব্যক্ত ভাষায়।
মুগ্ধ হয়ে রহিতাম প্রণয়ে তাদের !
কিন্তু হায় জগতের প্রকৃতি কেমন,
শুকাইল যেই দণ্ডে ফুটন্ত প্রসূন
তখনি চরণে দলি ফিরাইল মুখ।
না বুঝিল চিরদিন কোথা' আছে সুখ
রবি শশী ঘোরে ধরা—কোথা' এক ভাব !
অমানিশি কোথা' শশী আঁধারে লুকায়,
মেঘে ঢাকা মার্ত্তণ্ডের প্রভাব কোথায় !
নিয়তির আজ্ঞা-চক্রে ঘুরিছে জগৎ,
স্থির হয়ে আছে শুধু মহান্ মহৎ।

ভালবাসা।

তুমিই প্রথম সামনে এসে জগৎ মাঝে গেলে চ'লে,
বলেছিলে হবে দেখা তাই পথ দিয়ে যাই নিত্য চ'লে।
প্রেমের ডোরে তুমিই মোরে, বেঁধেছিলে সোহাগ কোরে
বলেছিলে হাতে ধোরে, থাক্‌বে ফুটে হৃদ্-কমলে।
দেখ'ব তুমি আছ ফুটে, জগৎ ভরা হাসি লুটে;
মোহ নেশা যাবে ছুটে, পড়'ব তখন চরণ তলে।
রূপ নয় সে চোখের নেশা, তোমার মাঝে গিয়ে মেশা,
তাই কি তোমার মুচ্‌কে হাসা, লুকিয়ে থেকেও আড়ালে।
নয়ন আমার নয়ন তারা, বয়ে কবে পড়বে ধারা,
হৃদয় হবে সোহাগ ভরা, পাব তোমায় হাত বাড়ালে।
খেলা তোমার কোন্ গগনে, চেয়ে দেখি বৃন্দাবনে,
দেখি ব্রজাঙ্গনার হৃদয় মনে, দাঁড়িয়ে আছ কদম তলে।
তোমায় আমায় ছিল কথা, তুমি ব্যথার ব্যথী আমি ব্যথা,
তুমি প্রাণের মাঝে ব্যাকুলতা, জড়িয়ে বিশ্ব সকলে।

পূর্ণা

(১)

আমি দেখেছি তারে নিঝুম রাতে
কৌমুদ-ধৌত যমুনা তটে,
মধুপ চুম্বিত মলয় বাতে
আমি এঁকেছি ছবি মানস পটে।

(২)

আমি এঁকেছি ছবি পুণ্য প্রভাতে
শুভ্র কুসুম গন্ধে,
নিয়েছি আঁকিয়া হৃদয় সাথে
জীবনের নব ছন্দে !

(৩)

আমি মঞ্জুল বনে একাকী বসি
শুনেছি গো তার মুরলী স্বর,
ওই দেখেছে শুধু তারকা শশী
আমি ডেকেছি দুটি জুড়িয়া কর।

(৫)

তার চরণ প্রান্তে খেলিছে বিশ্ব
মঙ্গল গীতি রব,
সেথা হেরিলাম কি মধুর দৃশ্য
পূর্ণ সকল উৎসব।

মায়ের রূপ

আঁধার দেখে ভয়কে তোরা বলিস্ কেন বিভীষিকা,
ভয় কোথারে ! মিছে কথা, সে যে মায়ের মূর্ত্তি আঁকা !
শ্মশান থেকে জেগে উঠে,
সকল রূপের রূপটি ফুটে,
আলোয় আলো ভ'রে গেছে, চন্দ্র সূর্য্য পড়ে ঢাকা।
মাথায় আছে মুকুট পরা,
আপন দর্পে আপনি গড়া,
সতীর তেজে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে মায়ের রুলি শাঁখা।

ভারতের নারী ঃ

(১)

নারী !

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
লইয়াছ যেই দিন ধরণীর ভার
স্নেহ বিগলিতা, ধরণীর মাতা,
আজন্ম পূজিতা রাজ-রাজেশ্বরী ।

(২)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
শিখালে মানবে আগে জগতের সেবা
দেখাইলে তারপর, এই বিশ্ব চরাচর,
নিখিল কদম্বে ঘেরা দাঁড়ায়ে শ্রীহরি ।

(৩)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
জন্মগত অধিকার প্রদানি সন্তানে
দিলে নিত্য স্বাধীনতা, জনম মরণ কথা,
বলে দিলে কাণে কাণে মন্ত্রপূত করি ।

(৪)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
গোপনে করিলে ব্যক্ত রহস্য জটিল
সৃষ্টিতত্ত্বে মহামায়া, প্রলয়ের রুদ্র ছায়া,
মহাকালে মহাকালী মহামূর্ত্তি ধরি।

(৫)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
আনিলে কি স্বর্গ থেকে অমৃত আহরি ?
ব্যথিতে করিতে দান, কাঁদিল কি তব প্রাণ ?
অন্নপূর্ণা নামে তাই দিলে বিশ্ব ভরি।

(৬)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
সাজাইলে দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণ
সুরভিত ফুল বাসে, দাঁড়ায়ে দেবতা পাশে,
ভক্তিময়ী মূর্ত্তিমতী সর্ব্বাঙ্গ আবরি।

(৭)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
মরুতে ফোটালে ফুল সুরভি মঞ্জরী
স্বর্গ-মর্ত্ত্য—কোথা থেকে—? সর্ব্বাঙ্গে মাধুরী ঢেকে—
দাঁড়ালে সম্মুখে এসে বিশ্ব আলো করি।

(৮)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
চকিতে করিলে মুগ্ধ এলায়ে কবরী
নয়নে করিলে দৃষ্টি, অমৃত মধুর সৃষ্টি,
জাগিয়া উঠিল সে কি পুলক লহরী ?

(৯)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
জগতের মাঝে চির আদর্শ সতার
কোথায় দেখিব আর, তুলনা নাহিক যার,
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী ।

(১০)

ভারতের নারী ! তুমি বিশ্বে অবতরি—
কঠোর বৈধব্য জ্বালা চাপি' বক্ষো'পরি
ত্যাগের জ্বলন্ত ছবি, মা আমার ! তুমি দেবী !
তোমার চরণে কোটি নমস্কার করি ।

স্ব-ভাবের শোভা :—

(১)

আপনাকে ভালবেসে আপনাতে আছে,
বিশ্বকে রাখিয়া টেনে হৃদয়ের কাছে।
প্রকৃতি মধুর হয়ে, অপরূপ শোভা লয়ে,
জীবনের সারা বেলা যায় পাছে পাছে।

(২)

স্ব-ভাবের শোভা তাই নয়ন জুড়ায়,
ফুটে আছে স্বভাবেতে স্ব-ভাব লুকায়।
স্বভাবে স্ব-ভাব রেখে, সে ছবি কে নেবে এঁকে,
কারে কে দেখিবে সেথা, কে জাগে ঘুমায়।

মরি কিবা সুন্দর !

নয়ন মোহন কিবা স্বচ্ছ তব মানস মুকুর
তব নিরূপম রূপ তুমি আপনি নেহার ।
তব শুভ্র সুন্দর নির্ম্মল জ্যোতি
ভাসে হৃদয়াকাশে হের সে মূরতি
তাহে কোটি শশী, মধুর হাসি, কিবা সুন্দর !
ভাব-ভবোচ্ছ্বাস, তুমি চির সুন্দর মানস !
এস এস ফিরে, জগতেরে ঘিরে,
তব নিখিলরূপ স্বরূপ প্রকাশ ।
চাহে তৃষিত প্রাণ, আঁখি চাহে জ্যোতি সুন্দর
তোমাতে আমাতে মিলি দুজনাতে
খেলিতে খেলিতে মিশিব তাহাতে
শেষে হয়ে যাব তাই, তুমি আমি নাই—
মরি কিবা সুন্দর !

আঁখি ও রূপ ঃ

আঁখি কহে—রূপ তোরে জুড়াই দেখে আমি।
রূপ কহে—স্বর্গ থেকে তাই আমি ধরায় এসে নামি॥
আঁখি কহে—আমি তোরে সৃষ্টি করি আগে।
রূপ কহে—সে আমার স্পর্শ পেয়ে তবেই ত 'গো জাগে॥

দূরে ?

(১)

কুসুম-কলিকা করে কর' না পেষণ,
দূরে থেকে দেখ তারে সে আছে যেমন।
ফুটে আছে এ ধরায়, আছে কি লুকান তায়,
সরমে মরম ঢাকা দূরে সে কেমন !

(২)

হাসে চাঁদ সন্ধ্যাকাশে নয়নের আগে,
কুমুদিনী ফুটে উঠে সারা নিশি জাগে।
সারাদিন শূন্যমনে, লুকাইয়া প্রাণধনে,
কেঁদে কেঁদে ডাকে কত আবেশ সোহাগে।

(৩)

দূরে থেকে ভালবাসা আঁখি ব'য়ে জল,
পড়ে যদি যাতনায় জনম সফল।
প্রাণে ছবি জেগে ওঠে, ভালবাসা কোথা ফোটে ?
দূরে না কাছেতে কোথা ! কোথায় পাগল ?

সুন্দর।

মরি কি সুন্দর !

আজি এ হাসে বসন্ত অস্ফুট ফুটন্ত
অন্তরে অন্তরে খেলিছে অন্তর।

আজি মঞ্জুল বনে পিক্-কলোচ্ছ্বাস,
জেগে তরুলতা নিয়ে ফুলশ্বাস,

আজি বিশ্বাস গভীর আকুল আঁখি নীর
সহচরী পাশে হাসে সহচর।

আজি চাঁদ গেছে গ'লে ধরাতলে ঢ'লে
তটিনী তরঙ্গে খেলা করে রঙ্গে
ঝরে মাধুরী-কণা ঝর ঝর।

দশ-দিশি হাসি পূর্ণ শান্ত ধীর
অনন্ত বিলাস মাঝে প্রকৃতির

আজি মধুর জীবন জাগে অনুরাগে
জাগে সুন্দর

প্রেমিক ঃ

প্রেমিক যদি থাকে কেউ প্রেমিক তবে সে,
যে ফিরে ঘুরে ভুবন জুড়ে হৃদয় পেতেছে।
শ্মশান যে তা'র সিদ্ধ পীঠ প্রেমের চরম স্থান,
কোকিল কুহু নাহিক সেথা', নাইক পাখীর গান।
ফুলের গন্ধ নাইক সেথা', বেড়ে লতিকায়,
গন্ধ সেথায় অনুরাগ, পাগল ভোলা তায়।
তাই হৃদয়-মাঝে সদাই রাজে, মায়ের ছবি কালোবরণ,
পড়ে পদতলে আছে গ'লে মকরন্দ হয়ে মন।
সৃষ্টি হতে এই নিয়মে মহান্ প্রকৃতির,
দেখ্ছে ছবি আপন মনে উদাস প্রাণে ধীর।
দুই প্রাণেতে একটি প্রাণ হৃদয় দুটি অ্যাক্,
ভালবেসে পারিস যদি পরখ্ করে দ্যাখ্।

ক্ষাত্রত্ব। ৷

(১)

বীর রমণী চাহে বীর সন্তান,
করিতে চূর্ণ নিখিল শক্তি জাগা'তে প্রাণ
গড়িতে অস্থি বজ্র সমান।
কর অঙ্কিত শোণিত সিক্ত জীবন মরণ সংগ্রাম ক্ষিপ্ত
কর-ধৃত দীপ্ত মুক্ত কৃপাণ
চাহে বীর জননীর বীর সন্তান।

(২)

বীর রমণী চাহে বীর সন্তান,
বাজায়ে তূর্য্য কাঁপায়ে সূর্য্য দূর বিমান
চরম লক্ষ্য বিশ্বে মহান্।
মহান্ মন্ত্রে ধ্বনিত বাণী জনম-ভূমি জননী জানি
ভাবিল তুচ্ছ মোক্ষ নির্ব্বাণ!
কর অঙ্কিত শোণিত সিক্ত জীবন মরণ সংগ্রাম ক্ষিপ্ত
কর-ধৃত দীপ্ত মুক্ত কৃপাণ
চাহে বীর জননীর বীর সন্তান!

(৩)

বীর রমণী চাহে বীর সন্তান,
বিক্রম দর্পে লভিতে বিশ্বে গৌরব মান
জিনিতে স্বর্গ দেবের স্থান।
রস তাণ্ডবে পুলক মত্ত জাগিল চিত্তে গভীর তত্ত্ব
গোলক মর্ত্ত্য করি' আহ্বান
চাহে বীর জননীর বীর সন্তান।

মরণের যাত্রী !

মরণে চরণ বাড়ায়ে দিয়ে কোথায় চলেছে যাত্রী সব
শিয়রে বাজিছে কালের ডঙ্কা, নাহিক শঙ্কা,
নাচিছে সম্মুখে পিশাচ তাণ্ডব ।
পথের মাঝেতে দাঁড়ায়ে আছে হানিয়া ভীষণ ভ্রূকুটী ভয়
জীবনে মরণে, তুমুল ঘর্ষণে, কে জানে কা'র হইবে জয় !
ভাগ্যলক্ষ্মী হইবে কার বিজয় দর্পে মুকুট হার —
কে পরিবে গলে বিক্রম ছলে
লইতে বক্ষে শত অত্যাচার ।
সম্মুখে পিছে বিকট ছায়া, ঘূর্ণিত আঁখি, লোহিত রক্ত জবা,
মারণ অস্ত্র, অনল শিখা, ছুটিছে চৌদিকে বিদ্যুৎ প্রভা,
তারি মাঝে আজ মরণ যাত্রী হাসিয়া চলেছে বিপুল রবে
ওই শোনো বলে—"কোথা মা জগদ্ধাত্রী এস মা আজি
শ্মশান উৎসবে ।"
জ্বালিয়া চিতা শবের বুকে, এস মা নাচিয়া,
এস মা প্রলয় রুদ্র তালে,
উঠিছে আর্ত্ত করুণ রোল, মূর্চ্ছিত ঘায়ে রুদ্ধ প্রাণ,
প্রেত বন্দী-শালে ।
তারি মাঝে আজ মরণ যাত্রী হাসিয়া চলেছে বিপুল রবে
ওই শোনো বলে—"কোথা মা জগদ্ধাত্রী এস মা আজি
শ্মশান উৎসবে ।"

উদ্বোধন।

(১)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর।
নীরবে করিয়া যাও কার্য্য আপনার॥
প্রতিজ্ঞায় ভর করি,
সহিষ্ণুতা হৃদে ধরি,
পরপণ্য চিরতরে কর পরিহার।

(২)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর।
সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ করহ প্রচার॥
নিজ নিজ পেশা ধরে,
কর্ত্তব্য সাধন করে,
জগতের মাঝে লও নিজ অধিকার।

(৩)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর।
ওই শোনো প্রতি গৃহে ওঠে হাহাকার॥
এক মুষ্টি অন্ন তরে,
আঁখি বয়ে অশ্রু ঝরে,
লুণ্ঠকে ফেলিছে গ্রাসি মুখের আহার।

(৪)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাওনা আর।
বদনে কালিমা হের ভারত মাতার॥
অধরে নাহিক হাসি,
হইয়াছে পর-দাসী,
কিরীট পড়েছে খসি জলধির পার।

(৫)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর।
যাহার অভাবে মোরা নরাধম ছার॥
সে শিল্প বিজ্ঞান বলে,
বীর হয়ে ভূমণ্ডলে,
শির্ হতে ফেলে দাও দাসত্বের ভার।

(৬)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাওনা আর।
বীর্য্য শৌর্য্যে দীপ্ত কর লুপ্ত গরিমার॥
জীবনের মহাদিন,
হইয়াছে সম্মুখীন,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর সংহার।

(৭)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাওনা আর ।
কত রাজা, কত দেশ, হ'ল ছারখার ॥
নবাবের রাজ্য গেল,
বণিক প্রবল হ'ল,
কাল-চক্রে ঘুরিতেছে বিশাল সংসার ।

(৮)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর ।
আসুক সহস্র বাধা ভীম ভীমাকার ॥
কিছু নাহি ক্ষতি তায়,
অটল হিমাদ্রি প্রায়,
দৃঢ় [illegible] যেন প্রতিজ্ঞা সবার ।

(৯)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর ।
স্বদেশ বিরোধী যত আছে কুলাঙ্গার ॥
সমাজের সুশাসনে,
রাখি সে পামরগণে,
শাস্তি দাও সমুচিত ঘুচিবে বিকার ।

(১০)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর।
আসুরিক ভাবে কোথা হয় সুবিচার ?
প্রজা কাঁদে কর-ভারে,
কে রক্ষিবে বল তারে,
এ নহে বৈদেহী-পতি নৃপ অযোধ্যার !

(১১)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর।
হইয়াছে এক গর্ভে জনম দোঁহার ॥
হিন্দু আর মুসল্মান,
বিনিময় কর প্রাণ,
দুই হৃদে হোক্ প্রেম মধুর সঞ্চার।

(১২)

জেগেছ ত যদি বঙ্গ ঘুমাও না আর।
জীবন তাদের ধন্য, মহান্ উদার ॥
রাখিতে দেশের মান,
সঁপিয়াছে যারা প্রাণ,
ভক্তিভরে তাঁহাদের কর নমস্কার।

১৩১২ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে লিখিত হয়, এবং বিডন্ স্কোয়ার মহাসভায় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পঠিত হয়। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল সেই সভায় সভাপতি ছিলেন।

মহাত্মার প্রতি *

জীবনের প্রতিদিন প্রতিশ্বাসে অবিরাম
জপিয়াছ যেই মন্ত্র আজি তার নীরব সংগ্রাম !
বাহিরিলে তাই কি গো ত্যজিয়া আশ্রম ?
সন্ন্যাসী ত্যাগীর মত কঠোর সংযম।
লক্ষ্য নাহি কোন দিকে, শুধু লক্ষ্য স্থল
ভারতের মুক্তি যেথা' বিশ্বের মঙ্গল !
জপ তপ ধ্যান সেই, মুখে শুধু নেই কথা
নয়নে গলিত ধারা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
কে বুঝিবে তব ব্যথা আছে হেন কার প্রাণ
তাই কি চলেছ আজ বলে দিতে সে সন্ধান ?
সকলের আগে তুমি দাঁড়াইলে এসে,
জীবন মরণ পণ মহান্ উদ্দেশে !
অহিংসা সত্যের পথে লয়ে অভিযান্
হে মহাত্মা ! জয় তব ধ্রুব সত্য, কবি গাহে গান।

* ১৩৩৬ সালে মহাত্মা প্রথম যখন সবরমতী আশ্রম ত্যাগ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন সেই উপলক্ষে লিখিত হয় ও সাপ্তাহিক "শিশির' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তিরোধান ঃ

(১)

দেশবন্ধু ছিলে তুমি চির মুক্ত প্রাণ,
গেয়েছিলে যেই দিন মহামন্ত্র গান !
যুগ যুগান্তের কথা,
ভারতের স্বাধীনতা,
বলেছিলে বজ্রকণ্ঠে দেবতার দান !

(২)

স্তব্ধ জড় পঙ্গু শক্তি তব মহিমায়,
অন্ধ গিয়ে জগতের সম্মুখে দাঁড়ায় !
ভীরু যেবা হীন বল,
সিন্ধু সম পায় বল,
পাপ বুঝি পুণ্য হয়ে মুক্ত করে দায় ।

(৩)

জন্মভূমি জননীর শত লাঞ্ছনায়,
শিশু বুঝি বীরদর্পে ওই ছুটে যায় ।
ওই ওই মেঘস্তরে,
বজ্র লয়ে খেলা করে,
মৃত্যু হাসে জীবনের নিত্য সাধনায় ।

(৪)

দুর্ব্বলের অত্যাচারী যে আছ যেথায়,
দেখ্ তোরা দেখ্ আজ নর দেবতায়।
নর নারী লক্ষ প্রাণী,
সম্রাটের শ্রেষ্ঠ মানি,
পূজা করে লয়ে যারে বিরাট আত্মায়।

(৫)

চির ভক্ত দাস সে যে বঙ্গ জননীর,
সমাধিস্থ হয়ে আজ রণ শ্রান্ত বীর—
যেন রণ-শয্যা পরি,
আত্মারে বরণ করি,
উঠিল গো মহাব্যোমে ঊর্দ্ধে সবিত্রীর।

বিদায় গীতি ঃ

মায়ের ছেলে চলে গেছে দেশটা করে অন্ধকার।
(ও)তার মুখে প্রাণে, কথায় কাজে, ছিলনাক ভেতর বার।
জীবনটাকে টেনে শেষ,
বরণ করে সকল ক্লেশ,
করেছিল মায়ের সেবা, কোথায় কেবা এমন আর!
দশের ব্যথা বুকে নিয়ে,
পেছুন থেকে সামনে গিয়ে,
জয় করে সে চলে গেছে বিদায় নিয়ে বিজয়ার।
চিত্তরঞ্জন ছিলরে সে,
যুগে যুগে বাংলা দেশে,
অশ্রুজলে যায়রে ভেসে সারা বঙ্গে হাহাকার!

স্মৃতি তর্পণ *

এক পুত্র শোকে সদ্য জর্জ্জরিত হয়ে
না জুড়াতে সেই জ্বালা, না মুছিতে আঁখি,
কালের কঠোর শেল দারুণ আঘাত
আবার বাজিল বুকে হে বঙ্গ জননী !
প্রতিভার বর পুত্র বিবিধ কলায়,
লভি শ্রেষ্ঠ অধিকার ধন্য করি তোরে—
চলে গেল ভারতের কুল-শিরোমণি।
দেবোচিত গরিমায় আদর্শ আপন
রাখি বাণী পদতলে নিত্য পূজি তায়—
স্বজাতি কল্যাণ সাধি' নির্ভীক হৃদয়ে
উপেক্ষা করিয়া ভঙ্গী রাজ পুরুষের,
লয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় জীবনের ব্রত
রেখে গেল অসমাপ্ত করিবে কে আর !
সে যে ছিল "আশুতোষ" তুলনা তাহার।
ভাগ্যহীন বাঙালীর গেছে চলে সব
আছে শুধু চোখে জল স্মৃতির গৌরব।

* আশুতোষ চৌধুরী মারা যাবার এক সপ্তাহ পরেই স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে" গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

দশঘরার জমীদার বিপিনকৃষ্ণ রায়ের প্রতিঃ

কমলার:বরপুত্র বরেণ্য ধীমান্
জীবনের শুভ কোন্ মুহূর্ত্তের মাঝে,
ব্যথিতের ব্যথা সত্য করি অনুভব,
এসেছিলে লয়ে কি গো দেব আশীর্ব্বাদ ?
ক্ষুধাতুরে অন্ন দিতে নিরাশ্রিত জনে
দায়গ্রস্ত ভিখারীর মুখ পানে চেয়ে—
দাঁড়াইয়া প্রতিদিন জগতের মাঝে
লয়েছ কি চিত্তভরি স্নেহ করুণায় ?
সেকি সত্য উদ্ভাসিত নয়নের জলে
হইয়াছে অভিষিক্ত আতুর সেবায় ?
দাতব্য আলয় স্থাপি ভেষজ মন্দির
"দশঘরা" পল্লীবাটে যশঃকীর্ত্তি তব,
ব্রাহ্মণের সূত্ররূপে চির মহিমায়
অক্ষুণ্ণ গৌরব লয়ে থাকিবে ধরায়।

জন্মভূমি।

যাহারে করিলে স্পর্শ, স্পর্শ হয় যার
পুণ্যতীর্থ পদঃরজ সাধু মহাত্মার।
জন্মভূমি সেই তব সকল সময়,
ভাবুকের চক্ষে তাহা পরম আশ্রয়।

পৌরুষ।

মৃত্যু যদি আসে, তবু নাহি ভয় তার,
পেয়েছে যে জগতের শ্রেষ্ঠ অধিকার।
পরদুঃখে পরহিতে দিয়ে নিজ প্রাণ,
তুচ্ছ ভাবে বিধাতার শাসন বিধান।

প্রেম।

মানুষ যেখানে হয়ে দেবতার মত,
ত্যাগ সেথা' চিরদিন জীবনের ব্রত।
প্রাণ সেথা' আরোপিত জগতের কাজে,
লয়ে যায় প্রেম তারে ঈশ্বরের মাঝে।

নিত্য ও অনিত্য।

নিত্য যারে ভালবাসি ফেলি আঁখি জল,
প্রাণ কাঁদে যার তরে সতত চঞ্চল।
প্রতিদিন যার লাগি জীবন যাপন,
অনিত্যের মাঝে সে কি সত্যই আপন?

উদাসীন।

অকাতরে ধন যদি করে কেহ দান,
বিনিময়ে পায় যদি অতুল সন্মান।
তথাপি যে ভাবে মনে আপনারে দীন,
জগতের মাঝে সেই জেনো উদাসীন।

দুঃখী।

হোক্ সে সম্রাট কিম্বা রাজরাজেশ্বর,
তবু সে ভিখারী নিত্য হইয়া কাতর।
নিত্য যার বাড়ে স্পৃহা সম্পদ আশায়,
তার মত দুঃখী আর কে আছে ধরায়।

পূজা।

দেবতার পূজা যেথা' নয়নের জল,
ভক্তি যেথা অর্ঘ্য লয়ে সহজ সরল।
মন্ত্র যেথা' হৃদয়ের গোপনীয় ধন,
সঁপিয়াছে সেইখানে আপনারে মন।

লেজুড়ঃ

অপেরা ও নাটক লেখে ফচ্‌কে কবি নাট্যকার,
সঙ্গেথাকে অভিনেতা সার রিয়্যারস্থাল মাষ্টার।
উকীলবাবু আরজী লেখেন সঙ্গে থাকেন পেশ্‌কার,
ডায়ারী লেখেন দারোগা বাবু পেছু থাকে জমাদার!
কেরাণী বাবু দরখাস্ত লেখেন দিয়ে প্রাণ মন,
সঙ্গে থাকে বড় সাহেব নাম মিষ্টার টম্‌সন্‌।
এডিটার কাগজ লেখেন নিয়ে কাণা কড়ি,
সঙ্গে থাকে হুঁকো কল্‌কে কলসী আর দড়ি।
গোঁসাইজী মন্ত্র লেখেন কাণের মধ্যে দিয়ে,
সঙ্গে থাকে রস কলিপ্রেমের ধ্বজা নিয়ে।
বিদুষীরা পদ্য লেখেন দিয়ে মিষ্টি গুড়,
সঙ্গে থাকে কোকিল-কবি ছন্দ বাঁধা সুর।
ও যে সবারই লেজুড়!

শ্রীমতী সরোজ :

রামধনবাবু প্রেমিক বড় হচ্চেন তিনি স্কুল মাষ্টার,
দুঃখের বিষয় তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েচে আজ বছর চার।
বিয়ে তিনি করবেন্ না আর স্থির করেছেন মনে,
ভাল তবে বাসেন কা'কে ভাবলেন একদিন গোপনে।
বাড়ীতে তাঁর নেহাৎ ছিল পুরোণ একটা চাকর,
পড়'ল তার ওপরে ভালবাসা স্ত্রীর মত আদর।
আদর যত্ন পেয়ে "যেদো" সে দিন থেকে যাদুমণি,
ওগো সত্যি যেন হয়ে গেল রামধন বাবুর পত্নী।
ভাঁড়ার ঘরে, রান্না ঘরে, সে দিন থেকে রোজ্,
সংসার সে মাথায় করে যেমন ছিল "শ্রীমতী সরোজ"।

তিন্নু ঃ

যাত্রা গাওনা হচ্চে বেশ

ভীম নেমেছেন আসরে,

লম্ফ ঝম্ফ বেজায় দম্ভ

গদা নিয়ে কাঁধে করে।

রেগে গেলে থামান দায়,

জ্ঞান থাকে না দিগ্বিদিক্,

"উপাড়িব নখাঘাতে"

সেটা কিন্তু আছে ঠিক।

ভাব ভঙ্গী দোরস্ত বেশ

হয়ে আছে রোম্যানটিক,

কিন্তু তিনি সাজঘরেতে

এসে তিন্নু পরামাণিক !

কাচাটা তখনো আঁটা সাজঘরে ঢুকে,

তিনিই আসেন ফের কালি মেখে মুখে।

বাঁদর সেজে তখন তিন্নু কিম্বা মস্ত হনুমান,

গদা তখন কাঁধে নাই আছে লাঙ্গুল প্রমাণ।

মূর্চ্ছনা

নানা মূর্ত্তি ধরে তিনু—
আসল মূর্ত্তি কিন্তু তার সাজ ঘরেতে আছে,
তামাক কল্‌কে বেমালুম নিয়ে আসে কাছে।
সাজঘরেতে বসে আছেন দলের যিনি অধিকারী,
তারি মধ্যে করে চুরি সাবাস্‌ তিনু বলিহারী।

ক্যাব্‌লা-রাম ঃ

(১)

ছেলেবেলায় বড্ড আমি ছিলুম শিষ্ট শান্ত,
মায়ের কোলে থাক্‌তুম শুয়ে জান্‌ত "কেষ্টকান্ত"।
ছিলনা'ক বায়না মোটে,
চুমু সবাই খে'ত ঠোঁটে,
"কেষ্টকান্ত" লিখ্‌লে নোটে ঘটনা সব আদ্যোপান্ত।
সঙ্গে সঙ্গে লিখ্‌লে নাম,
"বিষ্ণুপুরের ক্যাব্‌লা রাম,"
সিকে পাঁচেক ফেল্লে দাম ভেবে ভেবে প্রাণান্ত।

(২)

বয়েস আমার বছর কুড়ি হ'ল যখন ঠিক,
বাবা হলেন ব্যস্ত বড় মায়ের চেয়ে অধিক।
হাতে খড়ির দিনটা দেখে,
বাবা আমায় বল্লেন ডেকে,—
"পাঠশালায় কাল থেকে যেতে হবে খানিক খানিক।"
মা কল্লেন আশীর্ব্বাদ—
"হয়ে থাক্‌ তুই প্রহ্লাদ,"
সেদিন থেকে ঘট্'ল প্রমাদ বুদ্ধি আমার বাত্তিক।

(৩)

আমায় নিয়ে গেল পাঠশালাতে করে বহু আয়োজন,
মাথাতে বই পর্ব্বত বোঝা সিণ্ডিকেটের অনুমোদন।
চল্লুম আমি আস্তে আস্তে,
দেখে সবাই লাগ'ল হাস্‌তে,
গুরুমশাই কাশ্‌তে কাশ্‌তে ফেল্লে দেখে চাঁদবদন।
দেখে প্রমাণ গোঁপ দাড়ী,
গুরুমশাই তাড়াতাড়ি,
দিলে তালপাতা এক গাড়ী লিখ্‌তে স্বর ব্যঞ্জন।
দেখে আদি বর্ণ স্বর,
হ'ল ঘর্ম্মাক্ত কলেবর,
বেত নিয়ে অগ্রসর গুরুমশাই বিচক্ষণ।
মলে দিয়ে দুটি কাণ,
বল্লে—"গাধা হনুমান,"
কেষ্টকান্ত লিখে যান যথারীতি দিয়ে মন।

(৪)

বাবা আমার গতিক দেখে নিয়ে গেল ডাক্তার বাড়ী,
ডাক্তার দিলে পরামর্শ ফেলতে আমার গোঁপ দাড়ী।
বাবা আমায় ন্যাড়া করে,
শুইয়ে রাখ্‌লে ঠাণ্ডা ঘরে,
মা দেখি না খানিক পরে, মাখম্ নিয়ে এক হাঁড়ি।

গায়ে মাথায় দিলে লেপে,
সত্যি আমি উঠ্‌লুম ক্ষেপে,
কেষ্টকান্ত নাড়ী টিপে বল্লে বুদ্ধি বলিহারী।
বল্লে বাবার কাণে কাণে,
বায়ু পিত্ত কফ টানে,
নিদান বুঝে বিধানে ওষুধ তখন আবকারী।
ব্যবস্থাটা হ'ল ঠিক,
সে দিন পয়লা কার্ত্তিক,
প্রাতে আফিম বাস্তবিক মধ্যাহ্নেতে তাড়ি।
সন্ধ্যে বেলা অন্য রকম,
অনুপান তার হ'ল চরম,
পাঁঠার ঝোল আলুদ্দম পলাণ্ডুর তরকারী।
চলে কারণ করে শোধন,
দেখে বাবা নাচন কোঁদন,
তখন এনে দিলে গৌরবরণ ক'নে একটি মাঝারী।
ডানা তার দুটি কাটা,
তবু দেখি মারে ঝাপ্টা,
গাছ পাঁচেক নিয়ে ঝাঁটা দেখে আমার বাড়াবাড়ি।
কেষ্টকান্ত বলে তখন,—
"ওষুধ ধর'ল এতক্ষণ,"
হয়ে ক্যাব্‌লারাম কি বিড়ম্বন হ'ল কেবল ঝকমারী।

মজার চোর।

মাস্‌টা বোধ হয় আষাঢ় হবে
সন্ধ্যে বেলা বসে ঘরে,
বাইরে থেকে বন্ধু এক
ডাক্‌চে আমায় উচ্চৈঃস্বরে ;
তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে
আসচি আমি নেমে,
খানিকটা দূর এসে কিন্তু
দৌড় গেল থেমে।
কোলের মানুষ যায় না দেখা
অমাবস্যার রাত্,
একটা যেন মানুষ তার
বাড়িয়ে দুটি হাত।
উঠুন থেকে আসে যেন
আমার কাছে স'রে
ভয়ে আমি আঁত্‌কে উঠে
চেঁচালুম্ খুব জোরে ;
ওমা এযে চোর যে গো।

এস এস সব,
বাড়ীময় পড়ে গেল
হৈ চৈ রব।
গতিক বড় মন্দ দেখে
বলে তখন চোর—
"রাস বেহারীর ভাই রে আমি
বন্ধু যে রে তোর।
ভয় দেখাব বলে তাই
খেয়াল উঠ'ল মনে,
সিঁড়ির তলায় গিয়ে আমি
লুকিয়ে ছিলুম কোণে।
মুখুয্যেদের ছেলে আমি
পড়ি যে রোজ্ পাঠশালে,
আজকে আমি চল্লুম ভাই
আস'ব কাল সকালে।"
এদিকেতে মেয়ে ছেলে
বাড়ীর যত লোক,
লাঠি সোঁটা নিয়ে সব
আস্‌চে করে রোক্।
সবাই তখন দেখে আমায়
চোরের কথা কয়,

বৃত্তান্তটা ভেঙ্গে আমি
বললুম সমুদয়।
অন্ধকারে মানুষ একটা
হয়েছিল ভয়,
চোরের মত দেখতে বটে
চোর কিন্তু নয়।
মেয়ে মহলে গণ্ডগোল
চোর নয় সে ভূত,
মায়ের মনে হ'ল তখন
বিষম একটা খুঁত।
গড় কত্তে বলে সবাই
তুলসী তলায় গিয়ে,
স্নান করিয়ে দিলে আমায়
গোবর চোনা দিয়ে।
বাড়ীর কাছে "শেতলা মা"
সবাই তাঁরে মেনে,
খেতে দিলে জলপড়া—
খানিকটা তাই এনে।
ভূতের কথা নিয়ে সবাই
উঠ'ল সেদিন ক্ষেপে,
আমি কিন্তু হেসে মরি
বালিশে মুখ চেপে।

ঠাকুরদাদা ও নাত্‌নী

নাত্‌নী সবে এক পাল্টা
শ্বশুর বাড়ী গিয়ে,
রঙ্গ রস শিখেছে বেশ
বিয়ের কথা নিয়ে।
ঠাকুরদাদা ঠাকুর মা তার
বুড়ো আর বুড়ী,
ফষ্টি নষ্টি করে নাত্‌নী
দিয়ে বেশ চুম্‌কুড়ী।
বুড়োবুড়ী দুজনাতে
শুয়ে আছে সন্ধ্যে বেলা,
নাত্‌নী এসে সিঁড়ির কাছে
চুপটি করে একেলা।
ঠাকুরদাদা করেন কি
ঠাকুর মায়ের ভাবে,
আড়াকী পেতে শুনে নাত্‌নী
সকলকে তাই জানাবে।

মূর্চ্ছনা

ঠাকুর দাদা ঠাকুরমাব
সে বয়েসটা গেছে,
হাসি রঙ্গ ছেড়ে সব
সংসারে মন স'পেছে।
রসের কথা বল্'বে কে
"দাশু রায়ের" পাঁচালী,
ঘরে নাই চাল্ ডাল্
বুড়ী তাই ভাবে খালি।
বুড়ো বলে—"দোষ কার
মনে মনে বোঝ্,
তুমি দেবে ফুরিয়ে শীগ্গির
চাল ডাল রোজ্"।
বুড়ী তখন রেগে গেছে
বুড়োর কথা শুনে,
বলে—"কাল সকালে খাওয়াব
ছাই নিয়ে উনুনে।"
নাত্নী তখন বেরিয়ে এসে
বলে হেসে বেশ,—
"ভাব তোমাদের দুজনের
দেখ্ছি বটে সরেস্।"

মুচ্ছনা

তোমরা যদি পার কেউ
পাঠক পাঠিকা,
ঠাকুরদাদা আর ঠাকুরমার
করো ব্যাখ্যা আর টীকা।

একজাত ঃ

চক্রবর্ত্তী "নবযুগে"
"বসুমতীর" আছে বোস,
"রূপ ও রঙ্গ" মরে ভুগে
পেয়ে ত্রিজ্ব "চন্দ্র" দোষ।
আখ্ড়াধারী "অবতার"
সীতারামের নিয়ে নাম,
সাড়া পেয়ে "জাগরণ"
এক পয়সা কল্লে দাম।
"শিশিরে"তে ভিজিয়ে দেছে
কলা নাট্যশালা,
"নাচঘরেতে" খেউড় গায়,
মিটিয়ে প্রাণের জ্বালা।
রঙ্গ দেখে "বঙ্গবাসী"—
অবাক হয়ে চায়!
"হিতবাদীর" হিত কথা
ফুঁয়ে উড়ে যায়.

"নায়ক" তখন বাড়িয়ে গলা
চেঁচিয়ে কল্লে মাত্,
"হিন্দুস্থান" বলে—"আমরা
সবাই এক জাত।"
"আনন্দবাজার"
দিয়ে গৌরাঙ্গ দোহাই,
কবি বলে ব্যঙ্গ করে
এদের তুলনা যে নাই।

* জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। সত্যেন্দ্রনাথ বসু। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র। "নবযুগ" "রূপ ও রঙ্গ" "হিন্দুস্থান" এবং "জাগরণ," ইহাদের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে নাই। যে সময় উহারা সজীব ছিল সেই সময় লিখিত হয়। কলা-নাট্যশালা—আর্ট থিয়েটার।

খ্যাম্বাজ ঃ

কর'ব আমি বিয়ে ওগো গোটা চারেক লম্বা বেঁটে।
হবে অনুগত একান্ত,
খাবে আমানি আর পান্ত,
বল্‌বে হেসে প্রাণকান্ত ;
পরিপাটী হয়ে শান্ত. খাটবে শুধু কোমর এঁটে।
হবে না হুড়্‌কো কি ঘোরো,
তোমরা সবাই বারণ কোরো,
মাথা খাও পায়ে ধোরো ;
যেন বনের ফুল থাকে বনে চাঁদের আলোয় ফুটে।
কর'ব আমি বিয়ে ওগো গোটা চারেক লম্বা বেঁটে ॥